কুরআনিক দুআ

ড. ইয়াসির ক্বাদি

অনুবাদ
আলী আহমাদ মাবরুর

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

হজরত আদম ﷺ-এর দুআ	১১
পুনরাবৃত্তির দুআ	১৮
যে দুআয় মিরাকল ঘটে	২৬
নবিজি ﷺ যে দুআটি বারবার পড়তেন	৩৩
অন্তর পরিষ্কারের দুআ	৪০
দুআ করার উৎকৃষ্ট সময়	৪৭
জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দুআ	৫১
ধৈর্যধারণ করার দুআ	৫৭
দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ থাকার দুআ	৬২
হজরত মুসা ﷺ-এর দুআ	৬৯
হজরত জাকারিয়া ﷺ-এর দুআ	৭৭
দুআ কবুলের বিষয়ে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি	৮৪
শয়তানের চক্রান্ত থেকে সুরক্ষা পাওয়ার দুআ	৮৭
যে কারণে দুআ কবুল হয় না	৯৪
আমাদের কাফিরদের জন্য পরীক্ষা বানাবেন না	৯৯

প্রশান্ত ও প্রশস্ত অন্তরের জন্য দুআ	১০৫
হিজরতের জন্য নবিজির দুআ	১১২
পিতা-মাতার জন্য দুআ	১১৮
ক্ষমা প্রার্থনায় দুআ	১২৪
সন্তানের জন্য দুআ	১২৬
যে দুআ দিয়ে সূরা বাকারার সমাপ্তি	১৩৫
সূরা আলে ইমরানের দুআ	১৪২
হাসবি আল্লাহ দিয়ে নিরাপত্তা লাভ	১৪৮
আল্লাহ কেন আমাদের দুআ কবুল করেন না	১৫২
হজরত ইবরাহিম ﷺ-এর দুআ	১৫৯

হজরত আদম ﷺ-এর দুআ

শুরুতেই আদি পিতা হজরত আদম ﷺ-এর ঘটনাগুলো স্মরণ করতে আপনাদের অনুরোধ করছি। সুবহানআল্লাহ! তিনি কতটা সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন! আল্লাহ তায়ালা নিজের পছন্দমতো কাঠামোতে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। হজরত আদম ﷺ আল্লাহকে দেখার এবং তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলারও সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্বস্তির জন্য সঙ্গিনী হিসেবে মা হাওয়া ﷺ-কেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর আল্লাহ তাঁদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। জান্নাতে তাঁরা কত বছর ছিলেন, তা আমরা জানি না। কারণ, জান্নাতে সময়ের কোনো হিসাব নেই। আল্লাহ তাঁদের জান্নাতের সব নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করারও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে যা ইচ্ছা তা-ই খেতে পারতেন, পান করতে পারতেন।

শুধু একটি নিষিদ্ধ গাছের ফল না খেতে আল্লাহ তাঁদের দুজনকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের আদি পিতা আদম ﷺও তো মানুষ ছিলেন, তাই তিনিও মানবিক দুর্বলতার বাইরে ছিলেন না। ফলে ভুল করে ফেললেন। এবার একটু ভাবুন, আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করলেন, কোনো কিছু চাওয়ার আগেই তাঁকে অফুরন্ত নিয়ামত ও প্রাচুর্যে পূর্ণ জান্নাতে থাকার সুযোগ করে দিলেন, তবুও তিনি ভুল করলেন।

শাস্তি হিসেবে হজরত আদম ﷺ ও মা হাওয়া ﷺ-কে দুনিয়ায় পাঠনো হলো। তাঁরা দুজন পৃথিবীর দুই স্থানে এসে পড়লেন। পৃথিবীতে আসার পর প্রাথমিক দিনগুলোতে আদম ﷺ কিছুই জানতেন না। এখানে তিনি জান্নাতের মতো

সবকিছু রেডিমেট পাচ্ছিলেন না। পূর্বে জান্নাতে থাকা অবস্থায় কোনো ধরনের অস্বস্তি ও কষ্টকর অনুভূতির সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন না। অথচ পৃথিবীতে আসার পর থেকেই তাঁর জীবনে কষ্ট, নির্যাতন, যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। জান্নাতে তিনি কখনো ভয় পাননি। অথচ একটি ভুলের কারণে তাঁকে পৃথিবীর কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়তে হলো। অন্ধকার রাত্রি বা ভয়ংকর সব প্রাণীর সাথে তাঁকে সহাবস্থানে অভ্যস্ত হতে হলো। সবচেয়ে বড়ো যে কষ্টটি তিনি পাচ্ছিলেন, তা হলো—নিঃসঙ্গতা। গোটা পৃথিবীতে তিনি একা। আর কেউ আছেন কি না, থাকলে কোথায় আছেন, কিছুই তিনি জানতেন না। কোনো মানুষ একবার আনুকূল্য পাওয়ার পর যখন আবারও প্রতিকূলতায় পড়ে যায়, তখন যে ভীষণ কষ্ট হয়, তার প্রথম উদাহরণ ছিলেন হজরত আদম ﷺ।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে আদম ﷺ আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেলেন? কীভাবে আবার তিনি আল্লাহর করুণাধারায় সিক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেন? আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> فَتَلَقَّىٰٓ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-
>
> 'অতঃপর হজরত আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।' সূরা বাকারা : ৩৭

হজরত আদম ﷺ আমাদের সবার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি যা করেছেন, যা অনুভব করেছেন, আমরা মানুষ হিসেবে তারই ধারাবাহিকতা পালন করে থাকি। তাই যখনই আমরা কোনো অপরাধ করব, আমাদের উচিত আদি পিতা হজরত আদম ﷺ-এর কথা স্মরণ করা; কীভাবে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন, তওবা করেছিলেন, সেই প্রক্রিয়াগুলো অনুশীলন করা।

আল্লাহ আমাদেরও অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই পৃথিবীতে চলার পথে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা আল্লাহর করুণা ভোগ করি। এরপরও আমরা আল্লাহকে ভুলে যাই, নাফরমানি করি, পাপে লিপ্ত হই। এখান থেকে আমরা কীভাবে উত্তরণ পেতে পারি, তা-ও শিখব হজরত আদম ﷺ-এর ঘটনা থেকেই।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি আদম ﷺ-কে কিছু কথা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মূলত এই কথাগুলোই হলো দুআ। আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে যে দুআটি শিখিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আল আরাফে—

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায়-জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' সূরা আ'রাফ : ২৩

এই দুআটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আদি পিতাকে শিখিয়েছিলেন। এ কারণে দুআটি দিয়েই এই অধ্যায় শুরু করছি। এই অধ্যায়ে আরও বেশ কয়েকটি দুআ, সেগুলোর প্রেক্ষাপট ও ফজিলত নিয়েও আলোচনা করব। তবে এ বইটিতে মূলত সেই দুআগুলো নিয়েই আলোচনা করব, যেগুলো সরাসরি আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে এমনটা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে, এই দুআই ছিল পৃথিবীতে হজরত আদম ﷺ-এর প্রথম ইবাদত। তখনও নামাজ পড়ার বিধান জারি হয়নি। জাকাত বা হজের মতো আমলগুলো পালন করারও কোনো সুযোগ ছিল না। রোজা রাখার বিধান তখন পর্যন্ত প্রবর্তিত হয়নি। এমনই এক বাস্তবতায় সবকিছুর আগে হজরত আদম ﷺ ও হজরত হাওয়া ﷺ এই দুআটিই বারবার পাঠ করছিলেন। এ কারণে দুআকে মানুষের প্রথম ও প্রাথমিক ইবাদত হিসেবেও গণ্য করা যায়। হজরত আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

'দুআই হচ্ছে ইবাদতের সারবস্তু।' তিরমিজি

আল্লাহ বলেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ-

'তোমরা আমাকে ডাকো দুআর মাধ্যমে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' সূরা মুমিন : ৬০

এই আয়াতটি লক্ষ করুন। মহান আল্লাহ আয়াতটি শুরু করেছেন দুআর কথা বলে, আর শেষ করেছেন ইবাদতের প্রসঙ্গ ধরে। দুআ আর ইবাদত পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃত ঈমানদাররা আল্লাহর কাছে দুআ করতে কখনোই ভুল করে না।

পুনরাবৃত্তির দুআ

এবার আমরা যে দুআটি নিয়ে আলোচনা করব, তা কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এটি আমাদের প্রায়শই তিলাওয়াত করতে হয়। কুরআন নাজিলের একেবারে গোড়ার দিকেই সূরা ফাতিহায় এ দুআটি পাওয়া যায়—

> اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-
>
> 'আমাদের সত্য, সরল ও সহজ পথ প্রদর্শন করুন।'

এই দুআটি নিয়ে ভাবলে নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত জাতি বা সম্প্রদায় এসেছে, তারা সবাই এই দুআটি যতবার পাঠ করেছে, আর কোনো দুআ এতবার পঠিত হয়নি। অন্য ধর্মের লোকেরাও তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে নানা ভাষায় দুআ করে। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি ভাষায়, সারা বিশ্বের মানুষ যেভাবে প্রতিদিন অজস্রবার এই দুআটি পাঠ করে, তা আর অন্য কোনো দুআর বেলায় হয় না; সুযোগও নেই।

শুধু এই আয়াতটি-ই নয়; গোটা সূরা ফাতিহাটাই দুআ। এই সূরার সাতটি আয়াত হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশিবার পঠিত আয়াত, যা মানুষ প্রতিদিন অসংখ্যবার পড়ে থাকে। আল্লাহ নিজেও কুরআনে এই বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন—

> 'আমি আপনাকে সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি।' সূরা আল হিজর : ৮৭

এখানে আল্লাহ আল কুরআন ও সূরা ফাতিহার কথা আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। যদিও সূরা ফাতিহা কুরআনের একটি অংশ, তারপরও তিনি কেন সূরা ফাতিহার কথা আলাদা করে উল্লেখ করলেন? কারণ, সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কোনো সূরা এত বেশি পাঠ করা হয় না। গোটা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম নরনারী প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে এই সূরাটি পাঠ করছেন। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, তাহাজুদ বা কিয়াম, ইস্তেখারার নামাজ, মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকায়াত তাহিয়াতুল মসজিদের নামাজসহ যেকোনো নামাজ পড়তে গেলেই সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। এই সূরা বাদ দিয়ে নামাজ আদায় করার কোনো সুযোগই নেই।

প্রত্যেক মুসলিম প্রতিদিন গড়ে ন্যূনতম ৩০ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে। এটা বছরের বাকি সময়ের হিসাব। রমজানে একজন মুসলিম গড়ে কমপক্ষে ৫০ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে। মোটামুটি ইসলাম পালন করেন এ রকম একজন মানুষ বছরে ১০ হাজারের বেশিবার সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করেন। আর গড় আয়ুর হিসাবে একজন মুসলিম জীবনে কয়েক লাখেরও বেশিবার এই সূরাটি পাঠ করে। গোটা বিশ্বে প্রতিদিন মোট কতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করা হচ্ছে, তা হিসাব করা কঠিন। সংখ্যাটি হয়তো কয়েক মিলিয়নও হতে পারে। আজ অবধি বিশ্বের মুসলিমরা হয়তো কয়েক ট্রিলিয়নসংখ্যক সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন। মানুষ আর কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ কিংবা অন্য কোনো জাগতিক বই এর সহস্রভাগের একভাগ পরিমাণও পাঠ করেনি।

যে সূরা ফাতিহা এতবার পাঠ করা হচ্ছে, সেই পাঠের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো—এই দুআটি পাঠ করা। অর্থাৎ 'ইহদিনাস সিরাতল মুস্তাকিম।' যার অর্থ : 'আমাদের সত্য, সরল ও সহজ পথ প্রদর্শন করুন।' আর এই বিষয়টা বেশ কতগুলো ঘটনার মধ্য দিয়েও বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বর্ণিত আছে—

> 'একবার নবিজি ﷺ হজরত জিবরাইল ﷺ-এর সাথে কথা বলছিলেন। ঠিক সেই সময়ে জান্নাতের একটি দরজা খুলে গেল এবং একজন ফেরেশতা দুনিয়ায় নেমে এলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে নবিজি ﷺ ও জিবরাইল ﷺ-কে সালাম দিলেন। এই সম্মানিত ফেরেশতাকে দেখিয়ে হজরত জিবরাইল ﷺ বললেন—"হে আল্লাহর রাসূল! আজ জান্নাতের যে দরজাটি খোলা হলো, তা আগে কখনোই খোলা হয়নি। আর যে ফেরেশতাকে আপনি দেখছেন, তিনি আজকের আগে আর কখনোই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হননি।"